Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 59
July-September, 2019

মুসলিম আইনে হিজড়ার উত্তরাধিকার : বিভিন্ন ধর্মের আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা

Rights of Hermaphrodites under Islamic Law of Inheritance A Comparative Analysis in the Light of Different Religions

Mohammad Hadayet Ullah*

ABSTRACT

The Qur'an in Sura An-Nisa (Chapter 4) has embodied 5 verses regarding inheritance. Proper distribution of inherited property through the efficacious application of the Qur'an, authentic Sunnah of the Prophet (PBUH), Ijtihad (Independent Reasoning) Ijma(Consesus of Opinions) Qiyas (Analogical Deduction) has endorsed the multi-dimensional aesthetical aspect of Islam. No physical, mental disability or congenital defect is regarded as a bar to inherit property in Islam. Under classical Hindu Law, hermaphrodites are excluded from inheriting property due to their physical defects. After the enactment of the Hindu Succession Act, 1956 in India they are no longer deprived of inheriting property on the ground of physical or congenital defects. The Succession Act, 1925 also does not embody any provision excluding Christian hermaphrodites to inherit property. The hermphrodites should be empowered to know their inheritance rights and procedure of distribution of property. This article has focused on the inheritance rights of hermaphrodites in the light of different religions. It has evidently clarified that Islamic Shariah does not debar any person to inherit property on the ground of physical, mental disability or congenital defect.

* Mohammad Hadayet Ullah is an Assistant Professor of Islamic Studies and Officer in Special Duty, Directorate of Secondary & Higher Education, Bangladesh and PhD Researcher (UGC Fellow) Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, email: hadayet18ibs@gmail.com

Despite the absence of any precedent to furnish hermaphrodites with inheritance rights under the scheme of other religions no legal bar now a days exists to do so.

Keywords: right, hermaphrodites, inheritance rights of hermaphrodites, law of inheritance

সারসংক্ষেপ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে 'উত্তরাধিকার' বিষয়ে সূরা নিসায় সর্বমোট ৫টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল স. এর হাদীস ও উম্মতের চিন্তাশীল প্রাজ্ঞজনদের 'ইজতিহাদ' তথা ইজমা ও কিয়াসসহ আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে সব শ্রেণির মানুষের উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ইসলামের বহুমাত্রিক সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছে। ইসলামে কোন মানুষের শারীরিক অক্ষমতা বা জন্মগত ত্রুটি তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। সনাতন হিন্দু আইনে শারীরিক ত্রুটির কারণে উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে হিজড়াগণ বঞ্চিত হয়। তবে Hindu Succession Act. 1956 অনুযায়ী শারীরিক বা জন্মগত ত্রুটি উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। The Succession Act. 1925 এ খ্রিস্টান হিজড়াদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বাইরে রাখার বা বাদ দেয়ার কোন আইন নেই। হিজড়া সম্প্রদায় অর্থনৈতিকভাবে সমাজের একটি বঞ্চিত শ্রেণি হিসেবে তাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকার জানা এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পদ বণ্টনের প্রক্রিয়া অবগত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিভিন্ন ধর্মের আলোকে হিজড়াদের উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে অধিকার প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামে কোন মানুষের শারীরিক অক্ষমতা বা জন্মগত ত্রুটি তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ে উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে হিজড়াদের সম্পত্তি প্রদানের কোনো নজির না থাকলেও আইনত বাধা নেই।

মূলশব্দ: অধিকার; হিজড়া; হিজড়ার উত্তরাধিকার; উত্তরাধিকার আইন।

১. ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে বহু জাতি, গোষ্ঠী ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সৃষ্টি করে জগতে চমৎকার এক বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন। নারী ও পুরুষে বিভক্ত হলেও বিরলভাবে কোনো মানুষের মধ্যে এ উভয় লিঙ্গ ও লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। মূলত দৈহিক গড়ন এবং মন-মানসিকতায় তার প্রভাব বিস্তারকারী ফলাফল মানুষের এ শ্রেণিকে নারী ও পুরুষ থেকে পৃথক করেছে। বাংলাদেশে এ শ্রেণির মানুষকে

হিজড়া, খোজা, নপুংসক ইত্যাদি বলা হয়। এ ব্যক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য প্রতিশব্দ হলো Neuter, Eunuch, Hermaphrodite এবং খুনছা বা খুনসা, বলা হয়ে থাকে।[১] এরা সন্তান জন্মদানে অক্ষম। হিজড়া জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থসামাজিক, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় আসতে উত্তরাধিকার সম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে হিজড়াদের সম্পদ পাওয়ার প্রক্রিয়া কেমন তা জানা খুবই দরকার। কখনো পুরুষ, আবার কখনো নারী ধরে তাদের হিস্যা বণ্টিত হয়। এ প্রবন্ধে ইসলামী আইনে হিজড়াদের অধিকার আলোচিত হয়েছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

'মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে হিজড়ার অধিকারঃ বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রধানত পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবিস্তর জানা। উৎসগত শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী প্রবন্ধটিতে যে সকল তথ্য উপাত্ত তা মূলত দুই ধরনের। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত হিসেবে দেশের আদমশুমারি, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার দলিল, প্রামাণ্য বস্তুসামগ্রী, প্রাসঙ্গিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা এবং প্রাসঙ্গিক অডিও ভিডিও প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সহায়ক উপকরণ; যা প্রবন্ধটিতে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণা-কর্ম, জার্নাল, পুস্তক আকারে প্রকাশিত হিজড়াদের ইতিহাস, হিজড়া সম্পর্কিত বিভিন্ন বই,সাময়িকী, সুভেনিয়র, বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১. খোজা হল জননাঙ্গ অপসারণকৃত নপুংসক পুরুষ। এদের শুধু শুক্রাশয় অথবা শুক্রাশয় এবং শিশ্ন উভয় অংশই কর্তন করে অপসারণ করা হয়। হাজার বছরেরও অধিক সময়কাল ধরে খোজারা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন দায়দায়িত্ব পালন করেছে, যেমন গৃহকর্মী, খোজাগায়ক, ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ, সরকারি দাপ্তরিক, সেনাপ্রধান এবং নারীদের অভিভাবক বা হেরেমের দাস। খোজাদের দ্বারা হেরেম পরিচালিত হলে, রাজারা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন যে, একমাত্র তিনিই তার হেরেমের স্ত্রীদের সন্তানদের পিতা, কেননা প্রকৃত খোজারা আজীবনের জন্য প্রজননে অক্ষম হত। সাধারনত খুব অল্প বয়সে কোন শিশুর সম্মতি ব্যাতিরেকেই খোজাকরণ করা হত। খ্রিষ্টপূর্ব ২১ শতকে সুমেরিয় শহর লাগাছে স্বেচ্ছায় খোজাকরণ করার প্রমাণ পাওয়া যায় (Maekawa 1980, 1-56)।

৩. মানুষের জন্ম প্রক্রিয়া

আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে মানুষের জন্মের বিষয়টি এখন আর রহস্যাবৃত নয়। নারী গর্ভে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলনে সৃষ্ট কোষকলা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে নারী বা পুরুষ হয়। কখনো ত্রুটির কারণে পূর্ণাঙ্গ নারী বা পুরুষ না হয়ে হিজড়া বা ত্রুটিপূর্ণ মানব হয়। মানব জন্মের এ বিষয়টি ক্রোমোজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটি স্বাভাবিক কোষের নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়ায় ৪৬টি ক্রোমোজম থাকে, যার ২২ জোড়ার ৪৪টি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গের এবং ১ জোড়ার ২টি ক্রোমোজম লিঙ্গ নির্ধারণের কাজ করে। ২২ জোড়ার ৪৪টি ক্রোমোজমই X হয়ে থাকে। ২৩তম জোড়ার ক্রোমোজম ২টিই X হলে নারী এবং ১টি X এবং অপরটি Y হলে পুরুষ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সংখ্যায় ক্রোমোজম যখন ৪৪ XX + ২ XX অর্থাৎ ৪৬ XX তখন তা নারী এবং যখন ৪৪XX+২XY অর্থাৎ ৪৬XY তখন তা পুরুষ হয়। ক্রোমোজমের ভারসাম্যহীনতা পূর্ণাঙ্গ নারী বা পুরুষের জন্ম বাধাগ্রস্ত করে (Ganguli 1992, 60)।

৪. ব্যক্তি সনাক্তকরণ

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গ্রন্থি, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা নারী পুরুষ সনাক্তকরণ সম্ভব। সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নে আলোচিত হলো:

৪.১ পুরুষ

দৈহিক কাঠামোতে পুরুষ হয় আকৃতিতে বড়। নিতম্বের তুলনায় তার কাঁধ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। তার মুখমণ্ডল ও বুকে কম বেশি দাড়ি, চুল বা লোম থাকে। তার বীর্য ধারণকারী অণ্ডকোষ, প্রস্টেট ও শিশ্ন থাকে (Ibid.; Halim ND, 22-23)। ভূমিষ্ঠের পর পরই বাহ্যিকভাবে শিশ্ন ও অণ্ডকোষ দ্বারা সহজেই পুরুষ সনাক্ত করা যায়।

৪.২ নারী

দৈহিক কাঠামোতে নারী হয় অপেক্ষাকৃত ছোট। তার কাঁধ অপেক্ষা নিতম্ব প্রশস্ত। পূর্ণ বয়সে তার স্তন থাকে। তার গর্ভাশয়, ডিম্ববাহী নালী, যোনিদ্বার এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে রক্তক্ষরণকারী কার্যকর ডিম্বাশয় থাকে (Azad 1991, 158-161)। ভূমিষ্ঠের পর পরই তাকে প্রধানত বাহ্যিক যৌনাঙ্গ দ্বারা সনাক্ত করা যায়।

৪.৩ হিজড়া

হিজড়ার আরবী প্রতিশব্দ হলো– খুনছা (خنثى); যার বাংলা অর্থ এমন মানুষ যার দেহে পুরুষ ও নারী উভয়েরই বিশেষ অঙ্গ বর্তমান। এ শব্দটির বহুবচন হলো খানাছা (خَنَاثَى) বা খিনাছ (خِنَاثٌ) (Al-Fayrūzābādī 2005, 1/78)। পারিভাষিক অর্থ হলো, এমন মানুষ যার পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণির অঙ্গ আছে অথবা তার কোনোটিই নেই।[২] (Az-Zubāidī, 5/242) গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীতে পুনরুৎপাদনশীল নারী

২. বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ মুরতাদা আয-যুবাইদী বলেন,

ও পুরুষের অঙ্গ ও গ্রন্থিবিশিষ্ট যে কোনো প্রাণী সত্তাকে Hermaphrodite বলা হয়। প্রাচীন গ্রিক দম্পতি Hermes (Mercury) এবং Aphrodite (Venus) এর পুত্র Hermaphroditos একই সাথে নারী ও পুরুষ ছিল। তার নামানুসারে হিজড়ার ধারণা Hermaphrodite আকারে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। তুলনামূলক জীববিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে পরিপূর্ণ নারী ও পুরুষের ধারণার বিপরীতে নারী ও পুরুষের মিশ্র যৌনজীবন চিহ্নিতকরণে Hermaphrodite পদটি গৃহীত হয়েছে। সংক্ষেপে এর অর্থ একই সাথে নারী ও পুরুষের যৌন বৈশিষ্ট্য ও লিঙ্গধারী ব্যক্তি (Encyclopoedia Britanica 2019; Taber 1990; Al-Marghīnānī ND, 4/546)। এ Hermaphrodite তথা হিজড়া হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যে পরিপূর্ণ নারী বা পুরুষ নয়। অর্থাৎ বিশেষ লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ যার লৈঙ্গিক গঠন অনুপযোগী বা বিকলাঙ্গ অথবা উভলিঙ্গ বা খোজা পুরুষ, যে মানুষ না-নারী না-পুরুষ হিসেবে বিবেচিত (Sulaiman 2003, 462)। মুসলিম আইনে হিজড়া বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যার অবিকশিত নারী-যৌনাঙ্গ ও পুরুষাঙ্গ উভয়টি রয়েছে (Al-Marghīnānī ND, 4/546)। মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন পূর্ণাঙ্গ নারী ও পুরুষ থেকে হিজড়াকে পৃথক করেছে। ইদানীং পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, হিজড়াদের ৫ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ে হরমোন প্রয়োগ করে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (Mahbub 2002, 51)। চিকিৎসাবিজ্ঞানে পূর্ণাঙ্গ নারী ও পুরুষের বিপরীতে হিজড়াকে কয়েকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা:

১) খাঁটি হিজড়া (True Hermaphrodite); এবং

২) কৃত্রিম হিজড়া (Pseudohermaphrodite)।

৪.৩.১ খাঁটি হিজড়া (True Hermaphrodite)

এরূপ ব্যক্তির দেহে উভয় লিঙ্গের কোষ যথা অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ পৃথক পৃথকভাবে অথবা একত্রে অণ্ড-ডিম্বকোষ থাকে। এদের যৌনাঙ্গ ও বাহ্যিক যৌন বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকমের হয়। এদের ক্রোমোজমের ধারা কখনো কখনো XXY/XY অথবা XX/XY বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

৪.৩.২. কৃত্রিম হিজড়া (Pseudohermaphrodite)

এরূপ ব্যক্তি দুই প্রকারের হতে পারে। যথা:

(১) কৃত্রিম পুরুষ হিজড়া (Male Psedohermaphrodite) এবং

(২) কৃত্রিম নারী হিজড়া (Female Psedohermaphrodite)।

وفي المصباح : هو الذي خُلِقَ له فَرْجُ الرَجُلِ وفَرْجُ المَرْأَةِ . قال شيخُنا : وعند الفُقَهَاءِ : هو مَنْ لَهُ ما لَهُمَان أَو مَنْ عَدِمَ الفَرْجَيْنِ معاً فإنّهُمْ قالُوا : إنّه خُنْثَى وبعضُهُم قال الخُنْثَى حَقِيقَةً مَن له فَرْجَانِ ومَنْ لا فَرْجَ له بالكُلِّيَّةِ أُلْحِقَ بالخُنْثَى في أحكامِه فهو خُنْثَى مجازاً.

৪.৩.২.১. কৃত্রিম পুরুষ হিজড়া (Male Pseudohermaphrodite)

এদের অণ্ডকোষ বা শুক্রাশয় থাকে। তবে তা যথাস্থানে নাও থাকতে পারে। এদের যৌনাঙ্গ প্রায়ই অসম্পূর্ণ হয় এবং অঙ্গে নারীর অনেক বৈশিষ্ট্য থাকে। ক্রোমোজমের ধারা হয় ৪৬ XY।

৪.৩.২.২. কৃত্রিম নারী হিজড়া (Female Psedohermaphrodite)

এদের ডিম্বাশয় থাকে। কিন্তু বাহ্যিক যৌনাঙ্গ পুরোপুরি নারীর মতো হয় না। অনেকটা পুরুষের মতো হয়। এদের ক্রোমোজমের ধারা ৪৬ XX।

৪.৩.৩. যৌন কোষের অস্বাভাবিক গঠন (Gonodal Dysgenesis)

বাহ্যিক যৌন বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এরা পরিপূর্ণ পুরুষ বা নারী হয় না। বয়ঃসন্ধিকালে এদের ডিম্বাশয় বা অণ্ডকোষের বিকাশ ঘটে না। এরা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা:

(১) নারী প্রকৃতির অস্বাভাবিক গঠন (Female Type of Dysgenesis)

(২) পুরুষ প্রকৃতির অস্বাভাবিক গঠন (Male Type of Dysgenesis)।

৪.৩.৩.১. নারী প্রকৃতির অস্বাভাবিক গঠন (Female Type of Dysgenesis)

এরা প্রায়ই নারীর বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু পরিপূর্ণ নারী থাকে না। অনেক সময়ে এদের বড় ক্লাইটোরিস থাকে। মাসিক স্রাব কখনোই হয় না এবং ডিম্বাশয় ঠিকমতো বিকাশ লাভ করে না।

৪.৩.৩.২. পুরুষ প্রকৃতির অস্বাভাবিক গঠন (Male Type of Dysgenesis)

এরা বাহ্যিকভাবে পুরুষের মতো। তবে এদের স্তন থাকতে পারে। এদের লিঙ্গ স্বাভাবিক বা ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। অণ্ডকোষ পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে না। বীর্যে শুক্রাণু থাকে না।

৪.৩.৪. যৌন কোষের অনুপস্থিতি (Gonodal Agenesis)

এদের ডিম্বকোষ বা অণ্ডকোষ থাকে না। ভ্রূণ অবস্থার প্রারম্ভেই এদের ত্রুটি শুরু হয় (Ganguli 1992, 63-64)।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে Medical Dictionary-তে হিজড়াকে বহুভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (Taber 1990)। যেমন:

১. Hermaphroditism True: এদের দেহে একই সাথে অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ থাকে।

২. Hermaphroditism Bilateral: এদের দেহের উভয় দিকে ডিম্বকোষ ও অণ্ডকোষ থাকে।

৩. Hermaphroditism False/ Hermaphroditism Spurious/ Pseudohermaphroditism: এদের দেহে পুরুষ ও নারীর যৌন গ্রন্থি অথবা

যৌনাঙ্গ (অণ্ডকোষ বা ডিম্বকোষ) এর উপস্থিতি সত্ত্বেও বিপরীত লিঙ্গ অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে নারী বা পুরুষের লিঙ্গের উপস্থিতিসহ গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য থাকে।

৪. Hermaphroditism Complex: এদের দেহে নারী ও পুরুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ থাকে।

৫. Hermaphroditism Dimidiate/Hermaphroditism Lateral: এদের দেহের একদিকে ডিম্বকোষ ও অপর দিকে অণ্ডকোষ থাকে।

৬. Hermaphroditism Transvers: এদের দেহে বাহ্যিকভাবে পুরুষের অঙ্গ থাকলেও অভ্যন্তরীণভাবে নারী অঙ্গ বৈশিষ্ট্য থাকে।

৭. Hermaphroditism Unilateral: এদের দেহের একদিকে অণ্ডকোষ বা ডিম্বকোষ এবং অপর দিকে ডিম্বকোষ বা অণ্ডকোষ থাকে।

৪.৩.৫ ইসলামী আইনে হিজড়ার প্রকারভেদ ও সনাক্তকরণ পদ্ধতি

মুসলিম আইনে হিজড়া সনাক্তকরণ পদ্ধতি আছে। সে অনুযায়ী হিজড়া নারী, পুরুষ বা দ্ব্যর্থ হতে পারে। প্রস্রাব নির্গত হওয়ার ধরণ যথা: অগ্রাধিকার ও পরিমাণ দ্বারা এদের সাধারণত সনাক্ত করা যায়। সে অনুযায়ী যার প্রস্রাব পুংলিঙ্গ দ্বারা নির্গত হয় সে পুরুষ এবং যার স্ত্রী লিঙ্গ দ্বারা হয় সে নারী। আলিমগণের ইজমা হচ্ছে, হিজড়াদেরকে তাদের পেশাবের অঙ্গ বিবেচনা করে ওয়ারিস বানানো হবে। পুরুষ যে অঙ্গ দিয়ে পেশাব করে সেও যদি সে অঙ্গ দিয়ে পেশাব করে তাহলে সে পুরুষ। আর যদি নারী যে অঙ্গ দিয়ে পেশাব করে সেও সে অঙ্গ দিয়ে পেশাব করে তাহলে সে নারী। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'তাকে তার সে অঙ্গ অনুসারে ওয়ারিস বানাও যে অঙ্গ দিয়ে প্রথমে সে পেশাব করে।'[৩] সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্রাব নির্গত হওয়ার অঙ্গটি হচ্ছে প্রকৃত অঙ্গ, অন্যটি একটি ত্রুটি। দুইটি অঙ্গ দ্বারা প্রস্রাব নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে দেখতে হবে, কোনটি দ্বারা প্রথমে নির্গত হচ্ছে। প্রথমে নির্গত হওয়া অঙ্গটি হচ্ছে প্রকৃত অঙ্গ। যে ব্যক্তির কোনো একটি লিঙ্গ দ্বারা প্রথমে ও অপরটি দ্বারা পরে না হয়ে যদি উভয় লিঙ্গ দ্বারা সমানভাবে একই সময় অথবা কোনো একটি লিঙ্গ দ্বারা বেশি ও অপরটি দ্বারা কম না হয়ে সমানভাবে একই সময় উভয় মূত্রনালী দ্বারা সমান পরিমাণে প্রস্রাব নির্গত হয়, সে ব্যক্তিকে খুন্‌সা মুশ্‌কিল তথা দ্ব্যর্থ হিজড়া বলা হয় (Al-Marghīnānī ND, 4/547)।

৩. হাদীসটি ইবনে আদী আল-কামিল গ্রন্থে কালবী- আবু সালেহ- ইবনে আব্বাস রা. এর সনদে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী তার সুনানে (খ. ৬, পৃ. ২৬১, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য সং.) এটি বর্ণনা করে বলেছেন, কালবী প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব নয় এবং ইবনুল জাওযী আল-মওদূ'আতে (খ. ৩, পৃ. ২৩০, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা সংস্করণ) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-:« يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ ».

৫.হিজড়াদের উত্তরাধিকার

৫.১ উত্তরাধিকার

৫.১.১ উত্তরাধিকার শব্দের শাব্দিক অর্থ

উত্তরাধিকার শব্দটি বাংলা। এর আরবি প্রতিশব্দ হলো ওয়ারাসাহ (وِرَاثَة)। এ শব্দ থেকে গঠিত নানা ক্রিয়া ও বিশেষ্যপদ মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের মূলগ্রন্থ এবং ইসলামের প্রধান মৌলিক ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। ওয়ারিস (وارث) একবচন, বহুবচনে 'ওয়ারাসাহ' (ورثة)। এর বাংলা অর্থ-উত্তরাধিকারী, উত্তরসূরি, ওয়ারিস, বংশধর ইত্যাদি (Rahman 1998, 80)। আরবি বর্ণ 'ওয়া-রা-সা' শব্দমূল থেকে এসেছে 'মীরাস'। যার অর্থ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ অথবা সম্পদের মালিকানা তথা স্বত্বাধিকার। আল-কুরআনে স্বত্বাধিকার শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[৪] আবার 'ওয়ারিসা' অর্থ উত্তরাধিকারী হওয়া এবং আওরাসা অর্থ উত্তরাধিকারী বানানো। দুভাবেই এটি আল-কুরআনে এসেছে।[৫] মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি হলো 'আল-ওয়ারিস'।[৬] কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি 'ইরছু' (আলিফ-রা-ছা) শব্দমূল থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো– 'আল্‌আসলু' বা মূল। পুরাতন জিনিস বা

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "আর আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল - এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। (Al-Qurān, 3:180)।"

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ "সুলাইমান হয়েছিল দাউদের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) (Al-Qurān, 27:16)।"
অন্য আয়াতে এসেছে, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ "আর তারা প্রবেশ করে বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম। (Al-Qurān, 39:74)!"

৬. সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবার পর যেহেতু কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন, তাই এটি তাঁর গুণবাচক নাম (Ibn Manẓūr 2003, 78)।
মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ "নিশ্চয় পৃথিবীর ও তার ওপর যারা রয়েছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই থাকবে এবং তারা আমারই কাছে প্রত্যানীত হবে (Al-Qurān, 19:40)।"
মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ "এবং স্মরণ করো যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একা (সন্তানহীন) রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী (Al-Qurān, 21:89)।" যেমন তিনি বলেছেন, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই (Al-Qurān, 57:10)।"

পরবর্তীকালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। এর দ্বারা প্রতিটি জিনিসের অবশিষ্টাংশ বোঝানো হয়ে থাকে (Al-Fayrūzābādī 2005, 1/167)। 'ইরছু' বা উত্তরাধিকার বলতে কোনো একটি জিনিস একদল লোকের নিকট থেকে অন্য একদল লোকের কাছে হস্তান্তর করা বোঝানো হয়ে থাকে। এর দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বস্তুকেও বোঝানো হয়ে থাকে (Al-Fardī ND, 1/16)। উত্তরাধিকারের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Inheritance, Succession। এর অর্থ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ। আর আইনের ভাষায় যে আইন দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কারো অধিকার নিশ্চিত হয় তাই উত্তরাধিকার আইন। এ আইনকে 'ইলমুল ফারায়েজ'ও বলা হয়। ফারায়েজ আরবি শব্দ; শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো 'ফরীজাহ' (فريضة)। যার বাংলা অর্থ অবশ্য পালনীয়, কর্তব্য, অনুমান, নির্দিষ্ট অংশ। এখানে নির্দিষ্ট অংশ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে (Rahman 2007, 609)। যেহেতু একমাত্র উত্তরাধিকার আইনের নীতিমালা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত; সে কারণেই এ জ্ঞানকে ইলমুল ফারায়েজ বলা হয়েছে।

মূলকথা হলো, হিসাব নিকাশের কিছু মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা; 'যার সাহায্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে হকদারদের প্রত্যেকের প্রাপ্যাংশ সম্পর্কে জানা যায় (Al-Fardī ND, 1/62),' তা হলো 'ইলমুল মিরাস' বা উত্তরাধিকার বিজ্ঞান।

৫.১.২ পারিভাষিক অর্থ

উত্তরাধিকার বিজ্ঞান হলো ইসলামী আইন শাস্ত্র ও হিসাব শাস্ত্রের এ জাতীয় কিছু নিয়ম কানুন এবং সূত্রাবলি জানার নাম, যা দ্বারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে বণ্টনের নিয়ম পদ্ধতি জানা যায় (Sirajuddin ND, 8)। আলী ইবন মুহাম্মদ আল-জুরজানী বলেন,

> الفرائض علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقها
> উত্তরাধিকার বিজ্ঞান হলো এমন বিদ্যা, যা দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পদ তার প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনের নিয়ম পদ্ধতি জানা যায় (Ibid, 45)। শাফেয়ী ও হাম্বলীদের কাজী আফজালুদ্দীন আল-খাওয়ানজী প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো,
>
> حق قابل للتجزي ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها.
> উত্তরাধিকার বণ্টনযোগ্য এমন একটি হক, যা কোনো জিনিসের মালিকানা স্বত্বাধিকারীর মৃত্যুর পর আত্মীয়তা বা অন্য কোনো কারণে প্রাপকগণ পেয়ে থাকেন (Al-Fardī ND, 1/16)।'

মূলকথা হলো, ব্যক্তির মৃত্যুর পর যাঁরা তার সম্পত্তির ভাগ পান তাদেরকেই 'ওয়ারিস' বা উত্তরাধিকারী বলা হয়। কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার রেখে যাওয়া পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার সন্তানদের উভয়েরই হক বা অধিকার তৈরি হয়। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক অথবা নারী অথবা হিজড়া, সকল ক্ষেত্রেই নারী কিংবা পুরুষ দুই শ্রেণির উত্তরাধিকারী থাকতে পারে।

৫.২ হিজড়াদের উত্তরাধিকার

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে জীবিত আত্মীয় স্বজনের মালিকানা অর্জনকে উত্তরাধিকার বলা হয়। শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির কারণে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কেউ বঞ্চিত হয় না। মুসলিম আইনে হিজড়ার উত্তরাধিকার বিষয়ক সুস্পষ্ট নিয়ম আছে। সব সময়ে বণ্টনের সাধারণ নিয়মে বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। মৃত্যুর সময়ের জীবিত ও অস্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা তার অংশীদার। ঐ সময়ের অংশীদারের প্রকৃতি পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ নির্ধারণ করে। পরবর্তীকালীন কোনো পরিবর্তন উক্ত অংশে পরিবর্তন ঘটায় না। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে হিজড়া ও সন্তান জন্মদানের অক্ষম ব্যক্তির উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি অর্জনসহ বণ্টন বিষয়ক প্রাসঙ্গিক নিয়ম নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৫.২.১ মুসলিম হিজড়ার অধিকার

ইসলাম মানুষের জীবদ্দশায় যেমন তার যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে, তেমনি মৃত্যুর পরও তার রেখে যাওয়া যাবতীয় স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তার বেঁচে থাকা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এ ব্যবস্থার নাম 'উত্তরাধিকার আইন' (Qal'ajī & Qunaibī 1988, 341)। তবে ফিকহের পরিভাষায় একে 'ইলমুল ফারায়েজ' বলা হয় (Rahman 1988, 50)। মুসলমানের উত্তরাধিকার আইনের মূল ভিত্তি হলো পবিত্র আল-কুরআন। এখানে অংশীদারের মধ্যে অংশের পরিমাণ ও অগ্রাধিকারের নীতি বর্ণিত হয়েছে যা পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে। বন্টনে হাদিসসহ ইসলামী আইনবিদ ও পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাও প্রয়োগ হয়ে থাকে ইজতিহাদের ভিত্তিতে । অংশ বণ্টনে 'তাসীব' (تعصيب) নীতি প্রয়োগ হয়, যার অর্থ বৈপিত্রেয় সম্পর্কের নারী ও পুরুষ যেমন বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন এবং অন্য দুই একটি ক্ষেত্র ব্যতীত সকল সময় পুরুষের অংশ নারীর অংশের দ্বিগুণ। ফলস্বরূপ সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের অংশ অনুরূপ বোনের দ্বিগুণ। প্রত্যেক নারী ও পুরুষ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ প্রাপ্ত হয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বামী বা স্ত্রী এবং পিতা, মাতা, পুত্র ও কন্যা পরিত্যক্ত সম্পত্তি পেয়ে থাকে। প্রত্যেক অংশীদারের ভগ্নাংশ আকারে অংশ বরাদ্দ আছে। প্রয়োজনে তা সমন্বয় করা হয়। ইসলামী পণ্ডিতগণ উত্তরাধিকার বিষয়ে হিজড়াদের প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা পুরুষ ও নারী হিজড়া এবং দ্ব্যর্থ হিজড়া। স্বাভাবিক নারী ও পুরুষের মতো দ্ব্যর্থ হিজড়ার উত্তরাধিকার নীতি মুসলিম আইনে অত্যন্ত পরিষ্কার। পুরুষ হিজড়া বা নারী হিজড়ার বণ্টনে পৃথক কোনো নীতি নেই। হিজড়াকে পুরুষ বা নারী হিসেবে সনাক্ত করা গেলে সে পুরুষ বা নারী গণ্যে অংশ পাবে। তবে হিজড়া ব্যক্তির উত্তরাধিকার পরিত্যাগকারী (মুরিস) মারা গেলে অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে, তার উত্তরাধিকারের বিষয়টি সে

প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে, যাতে তার মধ্যে পুরুষের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন: দাড়ি গজানো, পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্যস্খলিত হওয়া এবং তা পুরুষের বীর্য হওয়া অথবা নারীর লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেমন: মাসিক আরম্ভ হওয়া, গর্ভ সঞ্চার হওয়া ও স্তনের স্ফীতি ও গোলাকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠা। মায়মুনীর রিওয়ায়াতে ইমাম আহমদ রহ. এগুলো সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন (ILRC 2016, 591)।

৫.২.২ দ্ব্যর্থ হিজড়ার উত্তরাধিকার

ইসলামী আইনবিদ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ, আবু ইউসুফ রহ. প্রমুখের মতে হিজড়া একজন নারীর সমপরিমাণ অংশ পাবে। তবে তাকে নারী বা পুরুষ ধরলে যাতে তার অংশ অপেক্ষাকৃত কম হয় তাই সে পাবে (Al-Marghīnānī ND, 4/547;Moniruzzaman 2001, 101-102)। এ ক্ষেত্রে বণ্টনের সময় একবার তাকে পুরুষ ধরে হিসাব করা হবে এবং আরেকবার তাকে নারী ধরে হিসাব করা হবে। দুটি হিসাব অনুপাতে প্রত্যেক ওয়ারিসের সর্বনিম্ন প্রাপ্য অংশ যা হবে সেটাই তাকে দেওয়া হবে।

উদাহরণ: কোনো ব্যক্তি এক পুত্র ও এক হিজড়া সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিন ভাগে বিভক্ত হবে, যার দুই ভাগ পাবে পুত্র এবং এক ভাগ হিজড়া সন্তান। তাঁর মতে হিজড়া নারী শ্রেণিভুক্ত। এক্ষেত্রে একটি ভিন্ন মত হলো, হিজড়া একজন পুরুষ অংশীদারের অর্ধেক এবং একজন নারী অংশীদারের অর্ধেক পাবে। এজন্য একবার তাকে পুরুষ এবং একবার নারী হিসেবে বণ্টন করে উভয় বণ্টনের অংশের সম্পত্তির অর্ধেক প্রদান করতে হবে।

১. পুরুষ হিসেবে বণ্টন
   পুত্র : $^{১}/_{২}$ = $^{৩}/_{৬}$
   হিজড়া (পুত্র) : $^{১}/_{২}$ = $^{৩}/_{৬}$

২. নারী হিসেবে বণ্টন
   পুত্র : $^{১}/_{৩}$ = $^{৪}/_{৬}$
   হিজড়া (কন্যা : $^{১}/_{৩}$ = $^{২}/_{৬}$
   উপরের উভয় বণ্টনে হিজড়ার অংশ $^{৩}/_{৬} + {}^{২}/_{৬} = {}^{৫}/_{৬}$
   যার অর্ধেক $^{৫}/_{১২}$; হিজড়া পাবে $^{৫}/_{১২}$ এবং পুত্র $^{৭}/_{১২}$ ভাগ।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এ অভিমত সমর্থন করেছেন। তবে অংশ বণ্টনে তাদের নিজ নিজ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন, সম্পূর্ণ সম্পত্তি ১২ ভাগে বিভক্ত হবে, যার ৭ ভাগ পাবে পুত্র এবং ৫ ভাগ হিজড়া। এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা হলো, হিজড়াকে পুত্র ধরলে সম্পত্তি দুইভাগে বিভক্ত হয় যার একভাগ ($^{১}/_{৩}$ অংশ) পায় পুত্র এবং অপর ভাগ ($^{১}/_{২}$ অংশ) হিজড়া। অপর দিকে

হিজড়াকে কন্যা ধরলে সম্পত্তি তিনভাগে বিভক্ত হয় যার দুই ভাগ ($^{২}/_{৩}$ অংশ) পায় পুত্র এবং একভাগ ($^{১}/_{৩}$ অংশ) হিজড়া। এতে দেখা যায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি একবার দুইভাগ ও আর একবার তিন ভাগে বিভক্ত হয় এবং সম্পত্তির বৃহৎ বিভক্তি হয় ২×৩ = ৬; প্রথমে পুরুষরূপে গণনার বণ্টনের ক্ষেত্রে সম্পত্তি দুই ভাগে [($^{১}/_{২}$) = ($^{৩}/_{৬}$)+($^{১}/_{২}$) = ($^{৩}/_{৬}$)] বিভক্ত হয় যার ($^{৩}/_{৬}$) পায় পুত্র এবং ($^{৩}/_{৬}$) হিজড়া। শেষে নারীরূপে গণনার বণ্টনের ক্ষেত্রে সম্পত্তি তিন ভাগে [($^{১}/_{৩}$) = ($^{৪}/_{৬}$) + ($^{১}/_{৩}$) = ($^{২}/_{৬}$)] বিভক্ত হয় যার ($^{৪}/_{৬}$) পায় পুত্র ও ($^{২}/_{৬}$) হিজড়া। উভয় বণ্টন হিজড়ার সর্বনিম্ন অংশ হচ্ছে ($^{২}/_{৬}$) ভাগ, যা প্রশ্নের সম্মুখীন নয়। সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার বণ্টনে হিজড়া যে ($^{৩}/_{৬}$ - $^{২}/_{৬}$) = $^{১}/_{৬}$ ভাগ বেশি পেতো তা তাকে পুরোপুরি দেওয়া হচ্ছে না। কারণ তাতে বেশি দেওয়ার প্রশ্ন থাকে, এ জন্য ঐ অংশের ($^{১}/_{৬}$) অর্ধেক অর্থাৎ ($^{১}/_{৬}$÷$^{-১}/_{৩}$) = $^{১}/_{১২}$ ভাগ হিজড়াকে অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে। এতে তার অংশের পরিমাণ হয় [($^{২}/_{৬}$) = $^{৪}/_{১২}$ + $^{১}/_{১২}$] = $^{৫}/_{১২}$; বণ্টনের এ প্রক্রিয়াতে সম্পত্তি ১২ ভাগে বিভক্ত হচ্ছে যার ৫ ভাগ পায় হিজড়া এবং ৭ ভাগ পুত্র।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন, এক্ষেত্রে সম্পত্তি ৭ ভাগে বিভক্ত হবে, যার ৪ ভাগ পাবে পুত্র এবং ৩ ভাগ হিজড়া। তাঁর বক্তব্য হলো পুত্র একা হলে সে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তথা$^{৪}/_{৪}$ অংশ এবং হিজড়া একা হলে হিজড়া $^{৩}/_{৪}$ অংশ পেতো। হিজড়ার $^{৩}/_{৪}$ অংশ প্রাপ্তির বণ্টনে তিনি বলেছেন, হিজড়া যখন একা তখন পুরুষ হিসেবে সে পায় অর্ধেক অর্থাৎ $^{২}/_{৪}$; এবং নারী হিসেবে সে পায় পুরো অর্থাৎ $^{৪}/_{৪}$; উভয়ের সমষ্টি ($^{২}/_{৪}$ + $^{৪}/_{৪}$) = $^{৬}/_{৪}$। $^{২}/_{৪}$ এর $^{১}/_{২}$ হবে $^{৩}/_{৪}$ । তাঁর মতে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে একজন পুত্র ও একজন হিজড়ার অংশের পরিমাণ $^{৪}/_{৪}$ + $^{৩}/_{৪}$ = $^{৭}/_{৪}$; সমন্বয় সাধনে লবের সমান হর হলে যা হয় $^{৭}/_{৭}$; এতে পুত্র পায় $^{৪}/_{৭}$ এবং হিড়জা $^{৩}/_{৭}$ ভাগ। এ নিয়মে সম্পত্তিকে ৭ ভাগে বিভক্ত করে পুত্রকে দেয়া হয় ৪ ভাগ এবং হিজড়াকে ৩ ভাগ।

উদাহরণ: একজন ব্যক্তি একপুত্র, এক কন্যা ও এক হিজড়া সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। বণ্টন হবে নিম্নরূপ:

পুত্র	: $^{২}/_{৪}$
কন্যা	: $^{১}/_{৪}$
হিজড়া (কন্যা)	: $^{১}/_{৪}$

হিজড়া সন্তানকে কন্যা ধরা হয়েছে। পুত্র ধরা হলে তার অংশ হতো $^{২}/_{৫}$, পুত্রের $^{২}/_{৫}$ এবং কন্যার$^{১}/_{৫}$; তাতে তার অংশ হতো পুত্রের সমান এবং কন্যার দ্বিগুণ। ফলে তার অংশ বেশি হতো এবং অন্যদের কম হতো। ন্যূনতম অংশ দেওয়ার জন্য তাকে কন্যা গণ্য করা হয়েছে (Al-Marghīnānī ND, 4/547-548; Moniruzzaman 2001, 101)।

অধস্তন বংশধর ব্যতীত অন্য হিজড়া আত্মীয়ের অংশ প্রাপ্তি বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। তাঁর মতে, হিজড়াকে নারী গণ্য করে অংশ দিতে

হবে। তবে তাতে তার অংশ বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তাকে পুরুষ গণ্য করতে হবে (Al-Marghīnānī, Ibid.)।

উদাহরণ: একজন মহিলা তার স্বামী, মা ও একজন হিজড়া (সহোদর বোন) রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। বণ্টন হবে নিম্নরূপ:

স্বামী	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$
মা	: $^{১}/_{৩} = {}^{২}/_{৬}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$ অবশিষ্টাংশ

হিজড়াকে এখানে সহোদর ভাই গণ্য করা হয়েছে। এবং অবশিষ্টাংশ দেওয়া হয়েছে। তাকে বোন ধরলে বণ্টন হতো নিম্নরূপ:

স্বামী	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$	বৃদ্ধি	: $^{৩}/_{৮}$
মা	: $^{১}/_{৩} = {}^{২}/_{৬}$	নীতি	: $^{২}/_{৮}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$	প্রয়োগে	: $^{৩}/_{৮}$
	$^{৮}/_{৬}$		$^{৮}/_{৮=১}$

এতে অন্য অংশীদার যথা স্বামী ও মায়ের অংশ হ্রাস পেতো এবং হিজড়ার অংশ বেশি হতো (Al-Marghīnānī, Ibid.)। ন্যূনতম অংশ দেওয়ার জন্য তাকে ভাই ধরা হয়েছে।

উদাহরণ: একজন ব্যক্তি তার **১** স্ত্রী, **২** বৈপিত্রেয় ভাই এবং একজন হিজড়া (সহোদর বোন) রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। বণ্টন হবে নিম্নরূপ:

স্ত্রী	: $^{১}/_{৪} = {}^{৩}/_{১২}$
২ বৈপিত্রেয় ভাই	: $^{১}/_{৩} = {}^{৪}/_{১২}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{৫}/_{১২}$ অবশিষ্টাংশ

হিজড়াকে এখানে সহোদর ভাই গণ্য করা হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ দেওয়া হয়েছে(Ibid.)। তাকে বোন ধরলে বণ্টন হতো নিম্নরূপ:

স্ত্রী	: $^{১}/_{৪} = {}^{৩}/_{১২}$	বৃদ্ধি	: $^{৩}/_{১৩}$
২ বৈপিত্রেয় ভাই	: $^{১}/_{৩} = {}^{৪}/_{১২}$	নীতি	: $^{৪}/_{১৩}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{১}/_{২} = {}^{৬}/_{১২}$	প্রয়োগ	: $^{৬}/_{১৩}$
	$^{১৩}/_{১২}$		$^{১৩}/_{১৩=১}$

হিজড়াকে বোন ধরা হলে অন্য সকল অংশীদারের অংশ হ্রাস পেতো, তার অংশ বেশি হতো, ফলে তাকে ভাই ধরা হয়েছে।

উদাহরণ: এক মহিলা তার স্বামী, মা, একজন বৈপিত্রেয় বোন ও একজন হিজড়া (সহোদর বোন) রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। বণ্টন হবে নিম্নরূপ:

স্বামী	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$
মা	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$
বৈপিত্রেয় বোন	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$ অবশিষ্টাংশ
	$^{৬}/_{৬=১}$

হিজড়াকে এখানে সহোদর ভাই গণ্যে অবশিষ্টাংশ দেওয়া হয়েছে। তাকে বোন ধরলে বণ্টন হতো নিম্নরূপ:

স্বামী	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$	বৃদ্ধি	: $^{৩}/_{৮}$
মা	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$	নীতি	: $^{১}/_{৮}$
বৈপিত্রেয় বোন	: $^{১}/_{৬} = {}^{১}/_{৬}$	প্রয়োগ	: $^{১}/_{৮}$
হিজড়া (সহোদর বোন)	: $^{১}/_{২} = {}^{৩}/_{৬}$		: $^{৩}/_{৮}$
	$^{৮}/_{৬}$		$^{৮}/_{৮=১}$

হিজড়াকে বোন হিসেবে বণ্টন করতে গেলে তার অংশ বেশি হতো, অন্যদের কম হতো, সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হতো। ফলে তাকে ভাই ধরা হয়েছে (Moniruzzaman 2001, 101)।

৬. হিন্দু ও বৌদ্ধ আইন

হিন্দু উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য হিন্দু আইনের প্রধান দুই মতবাদ হলো মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ। বাংলাদেশে প্রচলিত আছে দায়ভাগ মতবাদ। বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারও হিন্দু আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৭] ত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের নিরঙ্কুশ ও নারীর সীমিত স্বত্ব ও স্বার্থ সৃষ্টি হওয়া সনাতন হিন্দু আইনের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। সে অনুযায়ী কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পেলে সে তাতে পুরোপুরি মালিকানা অর্জন করে। নারী যতদিন জীবিত থাকে ততদিন ঐরূপে প্রাপ্ত সম্পত্তি সে দখল ভোগ করে। তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি যার কাছ থেকে সে পেয়েছিল তার অন্য অংশীদারের মধ্যে বণ্টিত হয়। এ সম্পত্তিতে নারীর নিরঙ্কুশ স্বত্ব ও অধিকার অর্জিত হয় না। হিন্দু আইনে অধিকার বঞ্চিতের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। যথা: (১) অসতীত্ব, (২) শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি এবং (৩) হত্যা। অসতীত্বের কারণে মিতাক্ষরা মতবাদ অনুযায়ী কেবল মূলধনীর বিধবা স্ত্রী বঞ্চিত হয়। দায়ভাগে ঐরূপ বিধবা স্ত্রীর পাশাপাশি অন্য নারী

৭. করতালাল বিহার বনাম এইচ আর চৌধুরী ৪০ ডি এল আর (আ বি) ১৩৭

অংশীদার যথা মা, কন্যাও বঞ্চিত হয়। হিন্দু আইনে শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। বরং এজন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট শারীরিক বা মানসিক অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা: (১) অনিরাময়যোগ্য জন্মগত অন্ধত্ব, বধিরতা এবং বাকশক্তিহীনতা, (২) জন্মগত অঙ্গহীনতা অর্থাৎ খোঁড়া এবং নাক ও জিহ্বা না থাকাসহ জন্মগত যৌন অক্ষমতা, (৩) উন্মত্ততা (Lunacy), জড়মতিত্ব (Idiocy) ইত্যাদি (Desai 1986, 178; Desai 1999, 191)। মূলধনীকে হত্যা করাও অধিকার বঞ্চিতের অন্যতম একটি কারণ। এ কারণে হত্যাকারীসহ তার মাধ্যমে দাবিদার অন্যরাও বঞ্চিত হয়।[৮] সনাতন হিন্দু আইনে জন্মগত যৌন অক্ষমতার কারণে যেমন পুরুষ বঞ্চিত হয় বন্ধ্যত্বের কারণে তেমন নারী যথা কন্যাও বঞ্চিত হয় (Desai 1986, 172)।

ব্রিটিশ আমলে এ উপমহাদেশে The Hindu Inheritance (Removal of Disabitities) Act, 1928-এর মাধ্যমে প্রচলিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইন থেকে শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির কারণে বঞ্চিতকরণের নীতি বিলুপ্ত করার চেষ্টা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই আইনে সীমাবদ্ধতা ছিল। এ আইন দ্বারা জন্মগত উন্মত্ততা এবং জড়মতিত্বকে বঞ্চিতকরণে অযোগ্য গণ্য করা হয়নি। উপরন্তু আইনটিকে দায়ভাগ মতবাদে অপ্রযোজ্য রাখা হয় (Section 1(3), 2)। ফলে বাংলাদেশের হিন্দুদের বঞ্চিতকরণের প্রধান কারণগুলো বহাল থেকে যায়। মানসিক বা শারীরিক ত্রুটির কারণে উত্তরাধিকার বঞ্চিত ব্যক্তিরা অবশ্য খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী। The Hindu Sucession Act, 1956 কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম বঙ্গে দায়ভাগ এবং পশ্চিম বঙ্গ ব্যতীত ভারতের অন্য সকল স্থানে মিতাক্ষরা নীতি প্রচলিত ছিল। ১৯৫৬ সালের আইনটি চালু হওয়ায় সনাতন হিন্দু আইন ভারতে এখন অকার্যকর। The Hindu Succession Act, 1956 দ্বারা শারীরিক ও মানসিক দিকের বঞ্চিতকরণের সব কারণকে অযোগ্য করা হয়েছে। এ আইনে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া অন্য কোনো অসুখ, খুঁত, অঙ্গ বিকৃতি ইত্যাদিতে কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকার বঞ্চিত হয় না। ঐ আইনের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ:

অসুখ, খুঁত ইত্যাদি অযোগ্য করবে না:
কোনো ব্যক্তি কোনো অসুখ, খুঁত বা অঙ্গ বিকৃতিতে অথবা এ আইনে উল্লিখিত কোনো কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে, অথবা অন্য কোনো কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য হবেন না (The Hindu Succession Act 1956, Act No. XXX, Sec-28)।

১৯৫৬ সালের উত্তরাধিকার আইনে বঞ্চিতকরণের কিন্তু কারণ উল্লিখিত হয়েছে। যথা: উত্তরাধিকার শুরু হওয়ার পূর্বে কোনো কোনো বিধবার পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হওয়া

৮. Kenchawa Sanyellappa v. Girimallappa, 51 Ind App 368: (AIR 1924 PC 209), which was a case from Bombay.

(Ibid. Sec-24), মূলধনীকে খুন করা (Ibid. Sec-25), ধর্মান্তরিতের অহিন্দু পুত্র হওয়া (Ibid. Sec-26) ইত্যাদি। তবে হিজড়া প্রসঙ্গে এ আইনে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি এবং হিজড়াকে বঞ্চিতকরণে কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে হিজড়া অংশ পাওয়ার অযোগ্য নয় বরং অংশ পাবে।

৭. খ্রিস্টান

বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার The Succession Act, 1925 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ আইনে উত্তরাধিকার বিষয়ে অংশীদারের অগ্রাধিকার ব্যতীত নারী পুরুষে অংশের পার্থক্য দেখা যায় না। ফলে পুত্র ও কন্যার মতো ভাই ও বোন এক সাথে পায়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এরা সমান অংশ পায়। অধস্তন বংশধরের মধ্যে বণ্টনে সন্তান পদটি পুত্র কন্যায় বিভেদ করেনি বরং পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমানভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা দিয়েছে (Section 36-40)। অন্য আত্মীয়ের মধ্যে বণ্টনে পুরুষ ও নারী চিহ্নিতকরণের সুস্পষ্ট পদ যথা ভাই, বোন ইত্যাদি ব্যবহৃত হলেও নারী ও পুরুষ ভেদে অংশের পরিমাণে কোনো তারতম্য করা হয়নি। মূলত নারী-পুরুষ ভেদে এ আইনে বণ্টন অনুপস্থিত। সন্তান (পুত্র, কন্যা, নিম্নগামী পুত্র কন্যা), ভাই বোন, পিতা মাতা ব্যতীত অন্যদের মধ্যেও সমানভাবে একই নীতিতে সম্পত্তি বণ্টিত হয় (Section 41-48)। এ আইনে হিজড়া প্রসঙ্গে পৃথকভাবে কিছু বলা হয়নি। ফলত ধারণাটি এ আইনে অপ্রচলিত। অংশের ক্ষেত্রে নারী পুরুষে বিভেদ না থাকায় মূলধনীসহ তার পিতা মাতা বা অন্য কোনো আত্মীয়ের হিজড়া সন্তানকে অংশ প্রদানে কোন অসুবিধা নেই। তারা তা পেতে পারে।

৮. বিভিন্ন ধর্মে হিজড়ার অধিকারের তুলনামূলক আলোচনা ও সুপারিশ

সৃষ্টিবৈচিত্র্যে স্বাভাবিক নারী ও পুরুষ থেকেই হিজড়ার জন্ম। মাতৃ ও পিতৃকূলে তার সব রকমের আত্মীয় থাকে। জ্ঞাতসারে হিজড়ার বিবাহ হয় না বলে তার স্বামী বা স্ত্রী থাকে না। তার সন্তানাদি হয় না। হিজড়ার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আছে। পারস্পরিক অধিকারে হিজড়ার মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ে অংশ পাওয়ার তথা বণ্টন সংক্রান্ত পরিষ্কার কোনো বিধান নেই। সনাতন হিন্দু আইনসহ The Succession Act, 1925 এ হিজড়ার কোনো ধারণা প্রচলিত নেই। উপরন্তু হিন্দু আইনে সন্তান জন্মদানে অক্ষম ব্যক্তির অধিকার প্রত্যাখ্যাত আছে। হিন্দু আইনে অধিকারগত দিক থেকে পরিপূর্ণ নারী পুরুষেও ব্যাপক পার্থক্য আছে। নগণ্য সংখ্যক নারীর অধিকার সীমিতভাবে এখানে স্বীকৃত হলেও তারা অগ্রাধিকারে সম্মুখে নেই। অবশ্য যারা পায় তারা জীবন স্বত্বে এবং একাধিক হলে সমান সমান অংশ পায়। ভারতে সনাতন নিয়মের স্থলে The Hindu Succession Act, 1956 চালু হয়েছে, যা নারীর নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদানসহ হিজড়ার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য; যথা অসুখ, খুঁত, অঙ্গবিকৃতি ইত্যাদিকে উত্তরাধিকার বঞ্চিতের কারণ গণ্য করাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে এ আইনে হিজড়া হওয়ার কারণে কারো বঞ্চিত না হওয়ার অবস্থা অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু অগ্রাধিকারে কোন স্থানে এদের অবস্থান তা স্পষ্ট নয়।

৮. উপসংহার

মুসলিম আইনে হিজড়ার অধিকার সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অংশে পার্থক্য থাকায় এখানে তাকে ন্যূনতম অংশ দেওয়া হয়েছে। এদের দাবি অন্যের অংশে ঘাটতি সৃষ্টি করে না। মুসলিম আইনে ও The Succession Act, 1925 এ সমপর্যায়ের নারী-পুরুষ অংশ পেলে এক সাথে পায়। যেমন পুত্র কন্যা, ভাই বোন ইত্যাদি। সনাতন হিন্দু আইনে অগ্রাধিকারে পুরুষ ও নারীতে এরূপ সমতা নাই। The Succession Act, 1925 এ হিজড়ার বঞ্চিত হওয়ার সুস্পষ্ট কোনো বিধান এবং নারী পুরুষে অংশের পার্থক্য না থাকায় তারা আইনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। সমপর্যায়ের নারী বা পুরুষের সাথে তারা সমান অংশ পেতে পারে। বাংলাদেশে হিন্দু পরিবারের অবহেলিত সদস্যের উন্নয়নে কেবল হিন্দু আইনের সংস্কার হয়নি; দেশের সাধারণ আইনের সংস্কারের ফলে তারা কিছু সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু বৃহৎ হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশ ভারত হিন্দু স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় আইন সংস্কার করে চলেছে। উত্তরাধিকার বঞ্চিতকরণের অন্যতম কারণ- অসুখ, খুঁত, অঙ্গ বিকৃতিকে বঞ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করেছে। সীমিত স্বত্বের স্থলে নারীর নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়েছে। বিবাহে যৌতুক নিষিদ্ধ হওয়ায় নারীর জন্য উত্তরাধিকারে স্বত্বসৃষ্টিমূলক আইন থাকা প্রয়োজন। অতএব প্রমাণিত হলো, ইসলামী আইন মূলত মানবাধিকার রক্ষায় অধিক কার্যকর।

Bibliography

Al-Qurān Al-KArīm

Al-Fardī, Ibrāhīm ibn Abdur Rahmān ibn Ibrāhīm Al-Shimrī. ND. *Al-Azb al-Fāid Shar al-Umdah al-Fārid*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Fayrūzābādī, Abū al-Ṭāhir Majīd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Shīrāzī. 2005. *Al Qāmūs al Muhīt*. Bairut: Muassasah Al-Risālah

Al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn 'Alī ibn Abū Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī.ND. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī.

Azad, Humayun. 1991. *Nari*. Dhaka: Agami Prokashoni

Desai, Satyajeet A. 1999. *Mulla Principles of Hindu Law*. New Delhi: Butterworths. Vol. 1, 17th ed.

Desai, Sunderlal Trikamlal (S T). 1986. *Mulla Principles of Hindu Law*. Bombay: N. M. Tripathi Private Limited.

Encyclopoedia Britanica. 2019. https://www.britannica.com/science/hermaphroditism

Ganguli, Dr. K. C. & Basudev. 1992. *Medical Ain Biggan*. Dhaka: Aligar Library

Halim, S. A. ND. *Modi's Medical Jurispnuleuace and Taxicology*. Lahore: PLD Publishers.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Ahmad ibn Manẓūr al-Ansārī. 2003. *Lisān al-ʿArab*. Cairo: Dār Al-Hadith.

ILRC (Islamic Law Research and Legal Aid Center). 2016. *Islamer Paribarik Ain*. Dhaka

Maekawa, Kazuya. 1980. *Animal and human castration in Sumer, Part II: Human castration in the Ur III period. Zinbun.* Journal of the Research Institute for Humanistic Studies, Kyoto University.

Mahbub, Ata-e Gazi, 2002. *Hizra : Jonmoi Jader Ajonmo Pap*. Dhaka. *Weekly Purnima*, 23 Octeber.

Moniruzzaman, A K M & Zaman, Mrs. Meher. 2001. *Faraiz Ain (Muslim, Hindu, Boudha, Khistan) Ebong Succession Act 1925*. Dhaka: Shams Publications.

Qal'ajī, Dr. Muḥmmad Rawwās & Qunaibī, Dr. Ḥamid Sādiq. 1988. *Mu'jam Lughat al-Fuqahāt*. Dār al-Nafāis.

Rahman, Gazi Shamsur. 1988. *Islami Uttoradhikar Ainer Vassho*. Dhaka: Pallab Publishers.

Rahman, Muhammad Fazlur. 1998. *Arbi-Bangla Beboharik Obhidhan*. Dhaka: Riyadh Prokashoni.

Rahman, Muhammad Fazlur. 2007. *Adhunik Arbi-Bangla Obhidhan*. Dhaka: Riyadh Prokashoni.

Sirājuddīn, Muḥammad ibn Abdur Rashīd. *Kashf al-Razī fī Ḥalli Sirāzī*, Translator: Mawlana Muhammad Siddiqullah. Dhaka: Islamiya Kutubkhana.

Sulaiman, Muhammad. 2003. *Hizra*, Banglapedia. Dhaka: Bangladesh Asiatic Society

Taber, Clarence Wilbur. 1990. *Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, S. V. Hermaphrodite*. New Delhi: Jaypee Brothers.

The Hindu Succession Act, 1956. Indian Parliament.

The Succession Act, 1925. Bangladesh: Ministry of Law.